দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 17 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

৯

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দুর্নীতির আখড়া॥ টাকার বিনিময়ে নিয়োগ স্বীকৃতি ও নানা অভিযোগ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে

মোশতাক আহমেদ ॥ অনিয়ম আর দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে দেশের কারিগরি শিক্ষা পরিচালনার মূল প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। খোদ বোর্ড চেয়ারম্যানই দুর্নীতি ও অনিয়মের মাস্টারম্যান বলে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে শুরু সংশ্লিষ্ট অনেকেই অভিযোগ করেছেন। বিদায়ী জোট সরকারের এক প্রভাবশালী আমলার আশীর্বাদে নিজেকে বিএনপি ঘরানার লোক পরিচয় দিয়ে টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, অবৈধ নিয়োগ, বিভিন্ন কাজের নামে টাকা আত্মসাতসহ নানা অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। নানা অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও তিন বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত বোর্ড চেয়ারম্যান ড. মো. ইদ্রিস আলী বর্ধিত সময়ে এখন রয়েছেন বহাল তবিয়তে। সূত্রগুলো বলেছে, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে এখন টাকা ছাড়া কোন ফাইল নড়ে না। এখানে কর্মরত কেউ কেউ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে।

তবে বোর্ড চেয়ারম্যান ড. মোঃ ইদ্রিস আলী জনকণ্ঠকে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগকে মিথ্যা, ষড়যন্ত্রমূলক হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বোর্ডে যেসব অনিয়ম ছিল তা আমি কমিয়েছি। বরং যারা অনিয়ম করতে পারছে না তারাই আমার নামে বদনাম ছড়াচ্ছে। নিয়মের বাইরে অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান সম্পর্কে বলেন মন্ত্রণালয় যদি নির্দেশ দেয় তাহলে চেয়ারম্যান হিসেবে আমি কী করব? তাঁর মতে, কোন আর্থিক অনিয়মের সঙ্গেও তিনি জড়িত নন। বরং ভালভাবেই তিনি বোর্ড চালাচ্ছেন।

সূত্রগুলো বলেছে, ড. মো. ইদ্রিস আলীকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ শুরু হয়। তাঁর দুর্নীতির বিরুদ্ধে একাধিক বার তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি শক্তিশালী চক্রের সাহায্যে বার বারই তদন্ত রিপোর্ট কার্যত ধামাচাপা দেয়া হয়। নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি কিছু কর্মচারীকে অবৈধ সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাঁর পক্ষে নিয়ে কৌশলে মূলত কর্মচারী ইউনিয়নকে বিভক্ত করে ফেলেন।

সূত্রমতে, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রতি জেলায় একটি করে কৃষি কলেজ করার বিধান থাকলেও ড. ইদ্রিস আলী নিজে ও তাঁর আত্মীয়স্বজনকে লাভবান করার লক্ষ্যে তাঁর নিজ জেলা নাটোরে চারটি কৃষি কলেজের স্বীকৃতি দেন। যার ফলে সরকারের লাখ লাখ টাকা প্রতি মাসে রাজস্ব খাতে ব্যয় হচ্ছে। শুধু তাই নয় প্রতি উপজেলায় এইচএসসি (বিএম) কলেজ দু'টি করার বিধান থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজ উপজেলা নাটোরের সিংড়াতে আটটি কলেজের স্বীকৃতি প্রদান করেন। এছাড়া ঘর নেই, জায়গা নেই, যন্ত্রপাতি নেই এমন অনেক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সচিব, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞ, উপ-পরিচালক, উপ-পরীক্ষক পদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদে অনিয়ম করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বোর্ডেরই দায়িত্বশালী একটি সূত্র। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারী চাকরি বিধিমালা লঙ্ঘন করে বিভিন্ন সিনিয়র পদে জুনিয়র লোকদের পদোন্নতি-নিয়োগ দেন। প্রেষণে যে সমস্ত পদে নিয়োগদান করা হয়েছে তার অধিকাংশই বোর্ডের নিয়োগবিধি লঙ্ঘন করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

শুধু টাকার বিনিময়ে নয় চাকরি দেয়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়করণ করা হয়েছে। বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মোঃ ইব্রাহিম হোসেন, মোঃ মামুন হোসেন, নেয়াজ নাসির, মোঃ ইউসুফ আলী, মোঃ জব্বার তার আত্মীয় বলে জানা গেছে।

ওয়ার্কশপ, সিলেবাস তৈরির নামেও তিনি লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। অভিযোগ পাওয়া যায়, নারায়ণগঞ্জের বাংলাদেশ মেরিন টেকনোলজির ৬টি সিলেবাস, প্রণয়ন/রিভিশন কার্যক্রম পরিচালনার কাজে টেকনিক্যাল কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি, কোর্স ডিজাইন কমিটির নামে তিনি ৪১ হাজার টাকা অবৈধভাবে নিয়েছেন। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আধুনিকীকরণ ও ১৮টি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রকল্পের ৯টি ইমারজিং টেকনোলজির কারিকুলাম তৈরির কাজে তিনি নিজে কারিকুলাম এ্যাডভাইজার নাম দিয়ে কয়েক লাখ টাকা নিয়েছেন। একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অথচ কৃষি ডিপ্লোমার মাঠ সংযুক্তির প্রশিক্ষণ বই সম্পাদনার নাম করে অর্ধ লাখ টাকার মতো সম্মানী গ্রহণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বোর্ডের কারিকুলাম বিভাগের কতিপয় কর্মকর্তার সহায়তায় প্রতি সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার বিভিন্ন ধরনের কর্মশালার নামে হাজার হাজার টাকা সম্মানী হিসেবে গ্রহণ করেন।

সরকারী কর্মকর্তা হয়েও রাজধানীর অদূরে আশুলিয়ায় একটি রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করছেন বলে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই জানিয়েছেন। কারিগরি বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ফল প্রকাশেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। পাঠ্যপুস্তক নিয়েও রয়েছে অনিয়ম।

কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী অভিযোগ করে বলেছেন, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে এখানে বেশির ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারীই দুর্নীতিপরায়ণ। কেউ কেউ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডেও জড়িত।